ECOH
ESTD-1999



নিউজলেটার ২০১৯

এখলাসপুর সেন্টার অফ হেলথ

প্রতিষ্ঠাতাঃ অধ্যাপক ড. এম মোস্তফা জামান

এখলাসপুর, মতলব উত্তর, চাঁদপুর ৩৬৪১
মোবাইলঃ 01766020707 ওয়েবসাইটঃ ecohbd.org
ইমেইলঃ chandpurecoh3641@gmail.com

গরীবের বন্ধু 'ইকো'



আব্দুল্লাহ আল মামুন

শিক্ষা, সংস্কৃতি আর খেলাধুলায় ভরপুর ঐতিহ্যবাহী এখলাসপুর ইউনিয়ন। মতলব উত্তরের নদী বিধৌত এ ইউনিয়নে জন্ম নেন এ এলাকার সূর্যসন্তান তথা চাঁদপুরের অহংকার এবং এখলাসপুরের দরিদ্র, খেটে খাওয়া মেহনতী মানুষের বন্ধু জনাব ডক্টর মোস্তফা জামান। তাঁরই অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ও গভীর দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ স্বরুপ ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'এখলাসপুর সেন্টার অফ হেলথ' তথা 'ইকো'।

গ্রামের নিতান্ত প্রান্তিক হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে স্বাস্থ্যসেবা সুনিশ্চিত করতে ও তাদের দোরগোড়ায় তা পৌঁছে দিতে ইকো সদা তৎপর রয়েছে যাত্রা লগ্ন থেকেই, যা অত্র এলাকা তথা সমগ্র দেশের জন্য এক অনুসরণীয় মডেল। বহিঃবিভাগে রোগী দেখা, গর্ভবতী মায়েদের চেক- আপ, উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস ক্লিনিক সেবা, পাঁচ বছরের নিচের শিশুদের সরকারি টিকাদানে সহায়তা, জন্ম- মৃত্যু নিবন্ধন, জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য জরিপ, উঠান বৈঠকের মাধ্যমে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সচেতনতা তৈরিসহ নানাবিধ কার্যক্রম চলমান রয়েছে দুর্বার গতিতে। এসব সেবা ইকোতে অতি সহজে পাওয়ার কারণে সাধারণ মানুষকে এখন আর কষ্ট করে রাজধানী ঢাকা, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ ইত্যাদি স্থানে যেতে হয়না। এতে করে অর্থ ও সময়, দুই- ই বেঁচে যায়। এছাড়াও দূর- দূরান্ত থেকে অনেকেই ইকো তে আসেন সেবা নিতে, যা সর্বজন পরিলক্ষিত। ইকো'র কয়েকটি উপকারিতা না বললেই নয়- ক) ধনী- গরীব, শিক্ষিত- অশিক্ষিত সকলেই ইকো'র চোখে সমান, যা আমাকে বিমোহিত করেছে বারংবার; খ) প্রায়সই ফ্রি ঔষধ, ফ্রি চেক- আপ, স্বাস্থ্য সচেতনতার উপর বিশেষ পরামর্শ প্রদান এবং গ) মাতৃমৃত্যুর হার কমানোর লক্ষে গর্ভবর্তী মায়েদেরকে নিয়মিত ফ্রি পরীক্ষা নীরিক্ষা ও ঔষধ প্রদান।

পরিশেষে আমি ইকোতে যে সকল চিকিৎসকগণ নিয়মিত সেবা দিয়ে আসছেন, তাদেরকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ও দোয়া করছি যেন তারা এর উত্তম প্রতিদান পান।

ইকো উচ্চ রক্তচাপ ক্লিনিক

নজরুল ইসলাম

এখলাসপুর গ্রামটির অবস্থান প্রত্যন্ত অঞ্চল হওয়ায় এখানকার মানুষ আধুনিক চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত ছিল। এই গ্রামেরই কৃতি সন্তান ড. মো. মোস্তফা জামান এর অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল তার নিজ গ্রামে একটি উন্নতমানের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র নির্মাণ করে বঞ্চিত লোকজনদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা। এই লক্ষ্যে তিনি ১৯৯৯ সালে নির্মাণ করেন 'এখলাসপুর সেন্টার অফ হেলথ' (ইকো)।

এখলাসপুর গ্রামে যত উচ্চ রক্তচাপের রোগী আছেন তাদেরকে সার্ভের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে খুঁজে এনে পরীক্ষার মাধ্যমে সনাক্ত করার পর 'ইকো উচ্চ রক্তচাপ ক্লিনিক' এ রেজিষ্ট্রেশন করে নির্দিষ্ট বই, প্রয়োজনীয় সেবা এবং পরামর্শ প্রদান করা হয়। ১৮ বছর থেকে তদুর্ধ সকল পুরুষ- মহিলাকে এর আওতায় আনা হয়। এরপর নিয়মিতভাবে ফলো- আপের মাধ্যমে সবার রক্তচাপ, ওজন, উচ্চতা এবং রক্তের গ্লুকোজ মাপা হয়। এছাড়াও সবাইকে পাতে লবন না খাওয়া; সাদা পাতা, জর্দ্দা, গুল, বিড়ি সিগারেট ইত্যাদি না খাওয়ার জন্য বিশেষভাবে কাউন্সেলিং করা হয়।

এ পর্যন্ত ১৭৭ জন উচ্চ রক্তচাপ রোগী সনাক্ত করে রেজিষ্ট্রেশন করা হয়েছে, এদের মাঝে ৫১ জন পুরুষ ও ১২৬ জন মহিলা রয়েছেন। তাদেরকে গড়ে ১০ থেকে ৪৮ বার করে দেখা হয়েছে। ব্যাপক প্রচার ও সচেতনতার জন্য মাঝে মাঝে উচ্চ রক্তচাপের ক্যাম্প করা হয়।

এ সেবা চালু হওয়ার পূর্বে এদের মধ্যে অনেকেই জানতেন না যে তারা এ প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত। এ কঠিন রোগ হতে মুক্ত হতে হলে নিয়মিত ডাক্তারদের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সেবন করতে হবে এবং পরিবর্তন আনতে হবে জীবনাচরণেঃ

১) পরিমিত ও কম চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণ; ২) ওজন নিয়ন্ত্রণ; ৩) পাতে লবণ না খাওয়া; ৪) ধূমপান ও পান, জর্দ্দা, সাদা পাতা, গুল ইত্যাদি সেবন পরিহার ও ৫) নিয়মিত কমপক্ষে ৩০ মিনিট দ্রুত গতিতে হাঁটা- চলা করা।



এ সেবা কার্যক্রমের ফলে উচ্চ রক্তচাপজনিত নানাবিধ রোগের হার ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

অর্থনৈতিক রিপোর্ট - ২০১৯

বর্ণনা		টাকা
ক. পূর্বের স্থিতি		**১৩৭,১৯০**
খ. আয়		
১	রোগী দেখা	৫৪, ৯৫০
২	ল্যাবরেটরি	১৩৮, ৬৯০
৩	অনুদান	১২১, ৯৪২
৪	বিবিধ	৪, ৭০০
৫	ঢাকা থেকে ট্রান্সফার	২৫০, ৭৬১
	মোট আয়	**৫৭১, ০৪৩**
গ. ক + খ		**৭০৮, ২৩৩**
ঘ. ব্যয়		
১	অফিস খরচ	৩৩, ৭২৬
২	বেতন- ভাতা	৩৪০, ৩৭৫
৩	ল্যাব. রিএজেন্ট	২৭, ৯৯০
৪	ক্যাম্পেইন ও মিটিং	৪, ০০৫
৫	স্থাপনা নির্মাণ ও সংস্কার	৫৮, ৩৮৪
৬	উপকরণ ক্রয়	৭১, ৫৯৮
৭	বিবিধ	২১, ৯১৯
	মোট ব্যয়	**৫৩৮, ১৯৭**
ঙ. স্থিতি (গ- ঘ)		**১৫০,২৩৬**

বিষধর সাপের উপদ্রব প্রতিরোধে করনীয় শীর্ষক সভা

গত ১৮ই জুলাই ইকো হল রুমে 'বর্ষাকালে বিষধর সাপের উপদ্রব প্রতিরোধ ও করনীয়' শীর্ষক এক সচেতনতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ইকো'র কমিটির সদস্যবৃন্দ, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ, এখলাসপুরের প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকবৃন্দ, এলাকার সকল পল্লী চিকিৎসক, ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সেন্টারের স্বাস্থ্য সহকারী সহ আরো অনেকে। উক্ত সভায় একটি বিজ্ঞানসম্মত উপস্থাপনার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয় যেমন- বিষধর সাপ চেনার উপায়, সাপে কামড়ালে প্রাথমিকভাবে কি কি ব্যবস্থা নিতে হবে (রোগীকে আশ্বস্ত করা, আক্রান্ত স্থান সাবান পানি দিয়ে ধোয়া, রক্তপাত হলে চেপে ধরে রাখা, দংশিত স্থান গামছা বা ওড়না দিয়ে হালকা করে বেঁধে রাখা), কখন হাসপাতালে নিতে হবে ইত্যাদি তুলে ধরা হয়। এছাড়াও প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে উপস্থিত ব্যাক্তিবর্গের নানা প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়।



বিষধর সাপের পরিচিতি ও সচেতনতা সভায় উপস্থিতির একাংশ

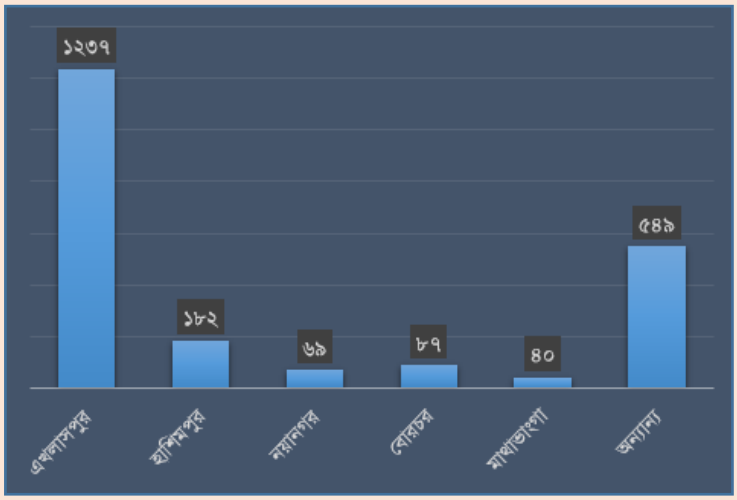
অনুদান - ২০১৯

দাতা	টাকা
মৃত: আমজাদ আলী মাষ্টারের ওয়ারিশগণ	৫, ৫০০
সেতারা আজিজ	৩, ১০০
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক	৫,০০০
জনাব অধ্যাপক ডক্টর এম মোস্তফা জামান	১০৮, ৩৪২
মোট	**১২১,৯৪২**

২০১৯ সালে ইকো তে আসা রোগীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ইকো'র অভ্যন্তরীণ সেবার মধ্যে অন্যতম একটি সেবা হচ্ছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কর্তৃক রোগীদের ব্যবস্থাপত্র প্রদান। রেকোর্ড পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ২০১৯ সালে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা মোট রোগীর সংখ্যা ২১৬৪ জন, যার মধ্যে এখলাসপুর, হাশিমপুর, নয়ানগর, বোরচর, মাথাভাঙ্গা ও অন্যন্য জায়গা (দাউদকান্দি, হাজিগঞ্জ ও চাঁদপুর) থেকে যথাক্রমে ১২৩৭, ১৮২, ৬৯, ৮৭, ৪০ ও ৫৪৯ জন করে এসেছে।

উক্ত তথ্য থেকে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলা যায় যে, এই সেবা কার্যক্রমে সবচেয়ে অগ্রাধিকার পাচ্ছেন এখলাসপুর এবং তৎসংলগ্ন গ্রামের অধিবাসীরা, যা ইকো প্রতিষ্ঠার অন্যতম একটি উদ্দেশ্যের আত্মপ্রকাশ।



চিত্রঃ ২০১৯ সালে বিভিন্ন জায়গা থেকে ইকো তে আসা রোগীর তুলনামূলক সংখ্যা

ইকো'র ঢাকাস্থ ব্যাংক একাউন্টের অর্থনৈতিক রিপোর্ট (২০১৮ ও ২০১৯)

বর্ণনা		টাকা
ক. আয়		
১	জনাব ডাঃ আবুল কালাম আজাদ	৫, ০০০
২	ডাঃ মুনমুন রহমান	৩৫, ০০০
৩	জনাব আখতারুজ্জামান	৯, ০০০
৪	জনাব নেওয়াজ গাজী	১০, ০০০
৫	জনাব নুরুল ইসলাম	৩, ০০০
৬	জনাব মোঃ সোলায়মান	১০, ০০০
৭	জনাব বোরহান উদ্দীন	৪০, ০০০
৮	জনাব অধ্যাপক ডক্টর এম মোস্তফা জামান	৪১, ০০০
৯	ডাঃ কামরুন নাহার চৌধুরী	২০, ০০০
১০	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক	১, ৫০, ০০০
১১	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক	১, ০০, ০০০
১২	ডাঃ আলমগীর চৌধুরী	৪, ০০০
১৩	মিসেস আলী মাসুদ	৫, ০০০
১৪	জনাব রেজাউল করিম জুলমাদ	১০, ০০০
১৫	জনাব নুরুল আমিন	৫, ০০০
১৬	জনাব আইয়ুব আলী	১০, ০০০
১৭	ব্যাংক ইন্টারেস্ট	৩, ৯৩৫
মোট আয়		**৪, ৬০, ৯৩৫**
খ. ব্যয়		
১	ডা. মু. আব্বাস ইবনে করিম-এর বেতন-ভাতা (মে-ডিসেম্বর, ২০১৯)	২, ১০, ০০০
২	ইকো'র মেঘনা ব্যাংকের হিসাবে ট্রান্সফার	২, ৫০, ৯৩৫
মোট ব্যয়		**৪, ৬০, ৯৩৫**
গ. স্থিতি (ক-খ)		**০**



ছবিঃ ইকো ক্যাম্পাসের বাগান

ইকো'র সর্বপ্রথম হিসাব খোলা হয় সোনালী ব্যাংক, গণভবন, ঢাকা শাখায়। সে হিসাব থেকেই সব ধরনের ব্যাংকিং কার্যক্রম চালানো হত। পরবর্তীতে স্থানীয় পর্যায়ে হিসাব খোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে প্রথমে জনতা ব্যাংক, মোহনপুর শাখা এবং অনলাইন ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে মেঘনা ব্যাংক, আনন্দবাজার শাখায় হিসাব খোলা হয়। ইকো'র মেঘনা ব্যাংক, আনন্দবাজার শাখার হিসাবে ২, ৫০, ৯৩৫ টাকা পাঠিয়ে ইকোর ঢাকাস্থ ব্যাংক হিসাবটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। বর্তমানে মেঘনা ব্যাংকের হিসাবের মাধ্যমে সকল ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কোন সহৃদয় ব্যাক্তি যদি দুঃস্থ রোগীদের চিকিৎসার সুবিধার্থে এখলাসপুর সেন্টার অফ হেলথ (ইকো) তে দান করতে চান তাহলে নিম্নলিখিত ব্যাংক হিসাবে টাকা পাঠানোর অনুরোধ করা হচ্ছে।

এখলাসপুর সেন্টার অফ হেলথ
হিসাব নং- ২১১০১১১০০০০০২৪১
মেঘনা ব্যাংক, আনন্দবাজার শাখা

ইকো তে ডা. মু. আব্বাস ইবনে করিম'র যোগদান



ডা. মু. আব্বাস ইবনে করিম এর পৈত্রিক নিবাস কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ থানায়। তিনি ২০১৭ সালে ঢাকাস্থ ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করেন। তারপর সেখানেই এক বছরের শিক্ষানবিস প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি ২০১৮ সালের জুলাই মাসে রাংগামাটির (লংগদু) রাবেতা হাসপাতালে আবাসিক মেডিকেল অফিসার হিসেবে যোগদান করে পাঁচ মাস কর্মরত ছিলেন। ২০১৯ সালের এপ্রিলের ২৮ তারিখ তিনি মেডিকেল অফিসার হিসেবে ইকো তে যোগদান করেন। এরপর তিনি নিয়মিত (রবি-বৃহস্পতি) ইকো তে থেকে সেবা দিয়েছেন। কিন্তু সেপ্টেম্বরে তার উচ্চশিক্ষার প্রশিক্ষণ শুরু হওয়ার পর থেকে তিনি প্রতি শনিবার ইকো তে যেয়ে সেবা দেন যা এখনো চলমান রয়েছে।

- সম্পাদনা

ডা. মু. আব্বাস ইবনে করিম সিনিয়র মেডিকেল অফিসার, ইকো; মোবাইলঃ ০১৮১৫২২২৪২৭; ইমেইলঃ dr.maik08@gmail.com